মঙ্গলবার ১৭ মাঘ, ১৪২৩
বর্ষ : ১২, সংখ্যা : ৪৫

সাত মুসলিম রাষ্ট্রের জন্য মার্কিন দরজা আপাতত বন্ধ, জল গড়াবে

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দায়িত্ব নেওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যেই আইএস জঙ্গিদের রুখতে সাত মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ থেকে লোকজনের আমেরিকায় প্রবেশে চরম বিধিনিষেধ জারি করলেন। জারি করা সরকারি নির্দেশে ১২০ দিনের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছে আমোরিকার উদ্‌বাস্তু প্রবেশ কর্মসূচিও। তবে ট্রাম্পের নিষেধাজ্ঞার তালিকায় নেই পাকিস্তান। এটিই সর্বত্র আলোচনার বড় খোরাক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বলা বাহুল্য, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনালট্রাম্পের এই নির্দেশে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। রবিবারই আমেরিকার প্রধান প্রধান বিমানবন্দরের সাত মুসলিম রাষ্ট্র থেকে আসা উদ্‌বাস্তু বা মুসলিম নাগরিকদের অভিভাসন দফতরে আটক রাখা হয়। এদিকে একটি মানবাধিকার সংস্থার আবেদনের ভিত্তিতে নিউ ইর্য়কের একটি আদালত প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের আদেশের ওপর সাময়িক স্থগিতাদেশ জারি করে। কিন্তু তাতে সরকারি নির্দেশের কোনও হেরফের হয়নি। সর্বত্র ওই নির্দেশ যথারীতি বহাল রয়েছে।

পাশাপাশি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নিষেধজ্ঞায় থাকা সাত মুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যে ইরান তাদের দেশে মার্কিন নাগরিকদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। ফলে এ নিয়ে জল অনেকদূর গড়াবে। ইতিমধ্যে দুনিয়া জুড়ে নিন্দার ঝড় উঠেছে। এখন ট্রাম্প কতটা অটল থাকেন, সেটাই দেখার প্রতীক্ষায় বিশ্ববাসী।

অমৃতবার্তা

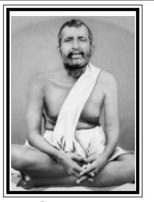

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

দানাদের ঘরে রাখল, শশী, বুড়োগোপাল ও হরিশ বসিয়া আছেন। মাষ্টারও আছেন। রাখাল ঠাকুরের খাবার খুব সাবধানে রাখিতে বলিতেছেন।

রাখাল (শশী প্রভৃতির প্রতি)—আমি একদিন তাঁর জলখাবার আগে খেয়েছিলাম। তিনি দেখে বললেন, 'তোর দিকে চাইতে পারছি না। তুই কেন এ কর্ম করলি!'—আমি কাঁদতে লাগলুম।

বড়োগোপাল—আমি কাশীপুর তার খাবারের উপর জোরে নিঃশ্বাস ফেলেছিলুম, তখন তিনি বললেন, 'ও খাবার থাক।'

বারান্দার উপর মাষ্টার নরেন্দ্রর সহিত বেড়াইতেছেন ও উভয়ে অনেক কথাবার্ত্তা কহিতেছেন।

নরেন্দ্র বলিলেন, আমি ত কিছুই মানতুম না!—জানেন?

মাষ্টার—কি, রূপ-টুপ?

নরেন্দ্র—তিনি যা যা বলতেন, প্রথম প্রথম অনেক কথাই মানতুম না। একদিন তিনি বলেছিলেন, 'তবে আসিস কেন?

"আমি বললাম, আপনাকে দেখতে আসি, কথা শুনতে নয়?"

মাষ্টার—তিনি কি বললেন?

নরেন্দ্র—তিনি খুব খুশী হলেন।

পরদিন—শনিবার। ৯ই এপ্রিল ১৮৮৭। ঠাকুরের ভোগের পর মঠের ভাইরা আহার করিয়াছেন ও একটু বিশ্রামও করিয়াছেন। নরেন্দ্র ও মাষ্টার মঠের পশ্চিম গায়ে যে বাগান আছে, তাহার একটি গাছতলায় বসিয়া। নির্জনে কথা কহিতেছেন। নরেন্দ্র ঠাকুরের সহিত সাক্ষাতের পর যত পূর্বকথা বলিতেছেন। নরেন্দ্রর বয়স ২৪, মাষ্টারের ৩২ বৎসর।মাষ্টার—প্রথম দেখার দিনটি তোমার বেশ স্মরণ পড়ে।

নরেন্দ্র—সে দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়িতে। তাঁহারই ঘরে। সেইদিনে এই দুটি গান গেয়েছিলেন—

মন চল নিজ নিকেতনে।
সংসার বিদেশে, বিদেশীর বেশে, ভ্রম কেন অকারণে।।
বিষয় পঞ্চম আর ভূতগন, সব তোর পর কেউ নয় আপন।
পর প্রেমে কেন হইয়ে মগন, ভুলিছ আপন জনে।।
সত্যপথে মন কর আরোহণ, প্রেমের আলো জ্বালি চল অণুক্ষণ।
সঙ্গেতে সম্বল রাখ পুণ্য ধন, গোপনে অতি যতনে।
লোভ মোহ আদি পথে দস্যুগণ, পথিকের করে সর্বস্ব মোষণ।
পরম যতনে রাখ রে প্রহরী শম দম দুই জনে।।
সাধুসঙ্গ নামে আছে পান্থধাম, শ্রান্ত হলে তথা করিও বিশ্রাম।

(ক্রমশ)

দিনপঞ্জিকা

১৭ মাঘ, ভাঃ, ১১ মাঘ **৩১ জানুয়ারি,** ১৭ মাঘ, সংবৎ ৪ মাঘ সুদি, ২ জমা আউঃ। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।২৩, সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।১৫। **মঙ্গলবার,** চতুর্থী রাত্রি ঘ ৩।৪৭ মিঃ। পূর্ব্বভাগ্রনক্ষত্র রাত্রি ঘ ১১।১৫ মিঃ। পরিঘযোগ দিবা ঘ ১০।৩২ মিঃ। বণিজ্যবকরণ, অপরাহ্ণ ঘ ৪।২৩ বিষ্টিকরণ, রাত্রি ঘ ৩।৪৭ গতে ববকরণ। **জন্মে**—কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, সন্ধ্যা ঘ ৫।২২ গতে মীনরাশি বিপ্রবর্ণ রাত্রি ১১।১৫ গতে অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী শনির দশা। **মৃতে**—ত্রিপাদদোষ, রাত্রি ঘ ১১।১৫ গতে একপাদদোষ। **যোগিনী**—নৈর্ঋতে, রাত্রি ঘ ৩।৪৭ গতে দক্ষিণে। **বারবেলাদি** ঘ ৭।৪৫ গতে ৯।৭ মধ্যে ও ১।১৩ গতে ২।৩৫ মধ্যে। **কালরাত্রি** ঘ ৬।৫৭ গতে ৮।৩৫ মধ্যে। **যাত্রা**---- নাই, রাত্রি ঘ ১১।১৫ গতে যাত্রা শুভ উত্তরে নিষেধ, রাত্রি ঘ ১২।১১ গতে নৈঋর্তে অগ্নিকোণেও নিষেধ, রাত্রি ঘ ৩।৪৭ গতে মাত্র উত্তরে নিষেধ। **শুভকর্ম্ম**—দীক্ষা। **বিবিধ**—চতুর্থীরা একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। সন্ধ্যা ঘ ৫।২২ মধ্যে চন্দ্রদগ্ধা।

মুসলিম পঞ্জিকা

১৭ মাঘ, ভাঃ, ১১ মাঘ **৩১ জানুয়ারি,** ২ জমাঃ আউঃ, ১৭ মাঘ, উঃ ৬।২২, অঃ ৫।১৭, **মঙ্গলবার,** চতুর্থী রা ঘ ৩।৩৬, সেহরী শেষ ৪।৫৩, ইফতার ৫।২৮।

মাদককে 'না' বলুন।
যে নেশা করতে বলে, সে বন্ধু নয়
লিপি
মাদক বিরোধী আন্দোলন

রাষ্ট্রীয় প্রকল্প রূপায়ণে রাজ্যগুলির প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ থাকা অনুচিত

শিক্ষামূলক ভ্রমণ সম্প্রসারণে আরও অর্থ বরাদ্দ হওয়া উচিত

দেবসাগর সিং

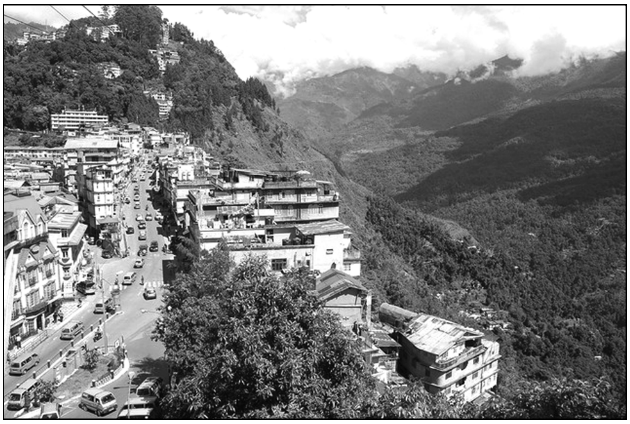

সিকিমের অতুলনীয় নৈসর্গিক রূপ।

কাশ্মীরের ১২ থেকে ১৮ বছর বয়সি ৪০ স্কুলশিক্ষার্থী ১৫-২৯ জানুয়ারি ভারতদর্শন সফল করল। যার আয়োজক ছিল সীমান্তরক্ষী বাহিনী। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে ওই বাহিনী এই সফর পরিচালনা করেছে। যার মূল লক্ষ্য, জাতীয় সংহতির বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া। এদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল মহীশূর, বেঙ্গালুরু, দিল্লি, আগ্রা, কলকাতা, সুন্দরবন এবং অমৃতসরে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের প্রকাশিত সংবাদসূত্রে যা জানা গিয়েছে।

একই বয়সের আরও ৩২ স্কুলশিক্ষার্থীকে সিকিম থেকে ১৩-২৪ জানুয়ারি নিয়ে যাওয়া হয়েছিল দিল্লিতে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের হয়েই যে সফরের ব্যবস্থা করেছিল ইন্দো-টিবেটান বর্ডার পুলিশ। দুই সফরের মধ্যে পার্থক্য লক্ষণীয়। কাশ্মীরের স্কুলশিক্ষার্থীরা যেখানে দেশের বহু জায়গা ঘুরে দেখার সুযোগ পেল, সেখানে সিকিমের খুদেরা কেন কেবল দিল্লি ঘোরার সুযোগ পেল? কারণটা কি এই যে, কাশ্মীরের সঙ্গে সিকিমের তুলনা হয় না? সিকিমও দেশের সীমান্তবর্তী এক রাজ্য। অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ এক অঞ্চল। যেখানে কাশ্মীর সদাই যেন ফুটন্ত আগ্নেয়গিরি।

সরকার নিজেই বিভেদমূলক নীতি নিচ্ছে, এটা দুর্ভাগ্যজনক। সিকিমের স্কুলশিক্ষার্থীরা এমন কোনও দোষ করেনি যে তাদের প্রতি অন্যরকম সরকারি আচরণ করা হবে। এজন্য কেবল সরকারকেই দোষারোপ করা যায়। কারণ, এর ফলে আদতে দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তিতে জাতীয় সংহতি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। বস্তুত, যা জোরদার করার প্রচেষ্টা হিসাবে এমন সরকারি পদক্ষেপ করা হল।

সিকিম পরিপূর্ণ শান্তিপূর্ণ রাজ্য। এখানকার নাগরিক অত্যন্ত শান্তিপ্রিয়। কিন্তু, শান্তি বজায় রেখে চলার জন্য বা শান্তিপ্রিয় হওয়ার জন্য কাউকে তার দাম মেটাতে বলা যায় না। যে কারণে সরকার পোষিত এবং শিক্ষার্থীদের জন্য নেওয়া শিক্ষামূলক ভ্রমণ নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। কিন্তু, তার চেয়েও বড় কথা, এর ফল খারাপ হতে পারে। সৃষ্টি করতে পারে সমস্যা।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে কেন্দ্রীয় সরকারকে বহু সমস্যার মোকাবিলা করতে হয়েছে ও হচ্ছে। নাগা জঙ্গি, উলফা আন্দোলনের মতো বহু বিষয় সেখানে রয়েছে। সেই উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যে থাকা সিকিমকে মোটেই হালকাভাবে নেওয়া যায় না। কেন্দ্রকে এই ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। বিশেষত তরুণ প্রজন্মকে নিয়ে চলার ক্ষেত্রে। সেই অঙ্কেই সিকিমের ছোটদের ব্যাপারে তাদের আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থনযোগ্য নয়। বিশেষত উত্তর-পূর্বাঞ্চলে যখন অনেককাল ধরেই উন্নয়ন ও কেন্দ্রীয় সম্পদ বরাদ্দের প্রশ্নে বৈষম্যমূলক আচরণের অভিযোগ রয়েছে। যে কারণে কেন্দ্র 'নর্থ ইস্টর্ন কাউন্সিল' গঠন করেছে। যাতে এই অঞ্চলের উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে ধারাবাহিক নজরদারি রাখা যায়। যে কাউন্সিলের মাথায় রাখা হয়েছে এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে। অবশ্যই কেন্দ্রের প্রতিনিধি হিসাবে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে যা দেখা গেল, কেন্দ্র হয়তো কাশ্মীর এবং জঙ্গিবাদে ত্রস্ত নাগাল্যান্ডের মধ্যেও দৃষ্টিভঙ্গির ফারাক করতে পারে।

যদিও দুই জায়গাতেই বহু দশক ধরে জঙ্গিবাদ চলছে। কেবল নাগাল্যান্ড নয়, অন্য অনেক ব্যাপারে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি মনে করে, কেন্দ্র তাদের সঙ্গে বিমাতৃসুলভ আচরণ করে থাকে। অন্তত দেশের অন্য রাজ্যগুলির তুলনায়। এমতাবস্থায় যদি স্কুলশিক্ষার্থীদের শিক্ষামূলক ভ্রমণের মতো সাধারণ বিষয়ও যত্ন সহকারে নাড়াচাড়া না করা হয়, তাহলে কে বলতে পারে আগামী দিনে এটাই বড় চেহারা নেবে না?

সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলির স্কুলশিক্ষার্থীদের নিয়ে সর্বভারতীয় শিক্ষামূলক ভ্রমণের ব্যবস্থা করার উদ্যোগ অবশ্যই প্রশংসনীয়। কিন্তু, এই ব্যাপারে সতর্কভাবে পা ফেলা উচিত। কেন্দ্র কোনও অবস্থাতেই জম্মু-কাশ্মীর ও সিকিমের স্কুলশিক্ষার্থীদের মধ্যে তফাত করতে পারে না।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এই প্রসঙ্গে পরিচ্ছন্ন পদক্ষেপ করতে পারেনি। অন্যদিকে এমন উদ্যোগ দেশের উপজাতি সম্প্রদায় এবং অন্যান্য অবহেলিত গোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রেও চালু করা উচিত। যেমন ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, ছত্তিশগড়, আন্দামান ও নিকোবর, লাক্ষাদ্বীপ ও অন্যান্য। যাদের সরকারি সাহায্য প্রয়োজন অত্যন্ত বেশি। কাশ্মীরিদের প্রতিতুলায় যাদের প্রয়োজনীয়তা বরং অনেক বেশি।

কেন্দ্রীয় বাজেট দোড়গোড়ায়। যেখানে এই প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় পর্যাপ্ত বরাদ্দ থাকা দরকার। তরুণ মনে সদর্থক বিনিয়োগ ভবিষ্যতে কাজে দেবে।

তবে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলিরও একইরকম দায় ও দায়িত্ব থাকে। এই প্রকল্পে তাদেরও অর্থ বরাদ্দ করা উচিত।

কিন্তু, বর্তমান প্রেক্ষাপটে কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত সংশোধনী উদ্যোগ। যেখানে কাশ্মীর ও সিকিমের খুদে পড়ুয়াদের মধ্যে কোনও ফারাক থাকবে না।

(মতামত লেখকের নিজস্ব)

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে পরিকাঠামো বিকাশের চালচিত্র

ড. কৃষ্ণ দেব

পূর্ব প্রকাশিতের পর....

৩) সরকার অরুণাচলপ্রদেশের জন্য রাস্তা ও মহাসড়কের যে প্যাকেজ-কে অনুমোদন দিয়েছে, তার আওতায় ২৩১৯ কিলোমিটার দীর্ঘ সড়কপথের বিকাশ হবে (১৪৭২ কিলোমিটার জাতীয় মহাসড়ক ও ৮৪৭ কিলোমিটার রাজ্য/সাধারণ/কৌশলগত পথ)। ৭৭৬ কিলোমিটার রাস্তার প্রকল্পের জন্য বিওটি (বার্ষিক) মডেল প্রযোজ্য হবে আর বাকিটা হবে চুক্তিভিত্তিক নির্ধারিত মূল্যে। আগস্ট ২০১৫ পর্যন্ত ১৫৫২ কিলোমিটার দীর্ঘ সড়কপথের জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়েছে এবং ২৩০ কিলোমিটার রাস্তার কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। এই অরুণাচলপ্রদেশ প্যাকেজের কাজ মার্চ ২০১৮'র মধ্যে শেষ করে ফেলার লক্ষ্য রয়েছে।

(খ) পূর্ব-পশ্চিম করিডর-এস.এ.আর.ডি.পি.-এন.আই. আসাম-পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তে পশ্চিমবঙ্গের শ্রীরামপুর থেকে অসমের শিলচর পর্যন্ত ৬৭০ কিলোমিটার দীর্ঘ পূর্ব পশ্চিম করিডোরকে চার লেনে উন্নীত করার দায়িত্ব রয়েছে। আর এই সঙ্গেই মেঘালয়ের জোয়াই থেকে রাতে চেরা পর্যন্ত ১০৪ কিলোমিটার রাস্তা এন.এইচ.ডি.পি.-র আওতায় নির্মাণের দায়িত্বে রয়েছে। এই করিডোরটির কাজ ডিসেম্বর ২০১৪-এর মধ্যে শেষ হওয়ার কথা।

অসমের পূর্ব-পশ্চিম করিডোরের কাজ শেষ না হওয়ার কারণ ভূমি অধিগ্রহণ ও স্থানান্তরের সমস্যা, গাছকাটার সমস্যা, উপযুপরি বন্‌ধ ডাকা এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, ছাড়পত্র পাওয়ার সমস্যা, ঠিকাদারের অপর্যাপ্ত জনবল ও সরঞ্জাম, স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রায়শ নির্মাণ উপকরণ আনার বিষয়ে নিষেধজ্ঞা আরোপ প্রভৃতি। আসামে পূর্ব-পশ্চিম করিডোর প্রকল্পের মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ৬৭০ কিলোমিটার। এর মধ্যে ৫৮০ কিলোমিটারে কাজ শেষ হয়েছে। বাকি কাজ হবে ডিসেম্বর ২০১৬-র মধ্যে।

রেলপথ

১ এপ্রিল ২০১২-র তথ্য অনুযায়ী উত্তর-পূর্বাঞ্চলে মোট রেল নেটওয়ার্ক ২৬৬১ কিলোমিটার। তার মধ্যে ১৬০১ কিলোমিটার (৬০ শতাংশ) হল ব্রডগেজ (এর পুরোটাই গেজ উন্নীতকরণের ফলে)। হাতে যে সমস্ত গেজ উন্নীতকরণ প্রকল্প রয়ে গেছে, সেগুলি শেষ হলে কেবলমাত্র ২০ কিলোমিটার মিটারগেজ রেলপথ পড়ে থাকবে প্রাচীন স্মৃতিমেদুর এক যুগের চিহ্ন হিসেবে।

রেল পর্যটন এই উত্তর-পূর্বাঞ্চলে পূর্ণ মাত্রায় আসতে চলেছে। আর তারই পাশাপাশি উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে পরিবেশ পর্যটন বা ইকো ট্যুরিজম আর শিক্ষা পর্যটন বা এডুকেশন ট্যুরিজম চালু করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া তীর্থযাত্রীদের জন্য দেবি সার্কিট, জ্যোতির্লিঙ্গ সার্কিট, জৈন সার্কিট, ক্রিশ্চান সার্কিট, সুফি সার্কিট, শিখ সার্কিট, বৌদ্ধ সার্কিট এবং টেম্পল সার্কিটের মতো বিশেষ সার্কিটগুলি চিহ্নিত হওয়ার পরিণামস্বরূপ এইসব সার্কিটের জন্য বিশেষ প্যাকেজ যুক্ত ট্রেনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে এবং এক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোগের অংশগ্রহণকে উৎসাহ দেওয়া হবে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে রেল পরিকাঠামো উন্নয়নের মাস্টার প্ল্যান বা মহা-পরিকল্পনায় রয়েছে----সব রাজ্যের রাজধানীগুলিকে রেলপথে যুক্ত করা, এই অঞ্চলে একই গেজ-সমন্বিত ব্রডগেজ নেটওয়ার্ক চালু করা, আগামী দিনে যাত্রী ও পণ্য বৃদ্ধি সামলানোর জন্য নেটওয়ার্কের ক্ষমতা বাড়ানো, এই অঞ্চলের যুক্ত না হওয়া এলাকাগুলিতে রেল পথ সম্প্রসারণ, আন্তর্জাতিক সীমানা শক্তিশালী করা এবং প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্য ও যোগাযাগের উন্নতি ঘটানো।

২০১৪ সালের ১১ আগস্ট দুধনইমেন্দিপাথার শাখার কাজ সমাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মেঘালয় রেল মানচিত্রে যুক্ত হল। এই অঞ্চলের আরও তিনটি রেলপথ এই বছরেই চালু হওয়ার কথা রয়েছে।

লামডিং ও শিলচরের মধ্যে ২১০ কিলোমিটার দীর্ঘ গেজ উন্নীতকরণ প্রকল্প চালু হওয়ার দক্ষিণ অসমও এখন ব্রড গেজ নেটওয়ার্কের আওতায় এসে গেছে। নতুন রেলপথ ডাবলিং এবং গেজ রূপান্তরের ২০টি বড় পরিকাঠামোগত প্রকল্প উত্তর-পূর্বঞ্চলের রাজ্যগুলিতে চালু আছে।

এদের দশটি হল জাতীয় স্তরের প্রকল্প। এগুলির সম্মিলিত দৈর্ঘ্য হল ২৯১৯ কিলোমিটার আর এর জন্য মোট ব্যয় ৩৮৩১০ কোটি টাকা। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সব রাজ্যের রাজধানীতে ২০২০ সালের মার্চের মধ্যে রেল পৌঁছে যাবে বলে আশা করা যায়।

(ক্রমশ)

সম্পাদক সমীপেষু

ভক্তিতেই ভগবানের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়

বিশ্বাস এই কথাটার মধ্যেই রয়েছে আশ্বাস কথাটা। যারা মনে করেন এই সংসারে রয়েছে, অথচ সংসারে থেকেও তাদের বিশ্বাস হয় না ইস্টদেবতা প্রতি। তাদের মধ্যেও ঈশ্বর নামক গল্পটা রয়েছে সেটাশুধুই আবেগ প্রণতি ছাড়া কিছুই নয়। একজন মানুষের প্রতি একজন মানুষ হয়ে কর্তব্য পালনটুকু করতে পারতাম, তাহলে আবেগ এই কথাটারও এই সংসারে মূল্য থাকতো। কেবল ঠোঁটের পাশ থেকে চারটে অক্ষর কে বলে গেলাম। সেই চারটে অক্ষরে বলা হয় ভালবাসা। সেই ভালবাসার কোনও মূল্য থাকে না। ভালবাসার সূত্রপাত হয় হৃদয় থেকে। সেই ভালবাসাটাই হলো আসল ভালাবাসা। যা হৃদয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকে, যা কিছু এই সংসারে চলছে। তিনি আমাদের আপনজন। তিনি হলেন জগদীশ্বর, আমরা বলি তিনি এই পাপের সংসারের এসে আর নিজেকে তুলে ধরতে চায়না। তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন, এটাকি সম্ভব, যিনি সমগ্র বিশ্বের পরিচালিনার দায়িত্ব নিয়েছেন, তিনি কখনই ঘুমিয়ে থাকতে পারেন না। তিনি আছেন। তিনি আছেন বলেই আজও আকাশের গায়ে সূর্যদেবের দেখা পাওয়া যায়। আবার চন্দ্রদেবেরও দেখা পাওয়া যায়। তিনি যেদিন ঘুমিয়ে পড়বেন। সেদিন তার জগত সংসার টাও ঘুমিয়ে পড়বে। তিনি রয়েছেন নানা রূপ ধরে, তারই জন্য আমরাও রয়েছি ঈশ্বর ব্যতীত এই সংসার একেবারে অচল। মন থেকে বিশ্বাস হারিয়ে গেলে শত শত আলো থাকলেও ওই পথ পার করা সম্ভব হয় না। অজান্তে জিভের দাঁতের আঘাতের ফলে কেটে গেলে আপনিই জিভটাকে আবার জুড়ে দেয়। এখানে ভক্তি আর ভালোবাসাটাই সব সমস্যা সমাধান করে দেয়।

প্রবীর মিত্র, হাওড়া-৪

উন্নয়ন ও সমস্যা

চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়।..........সম্পাদকীয় দফতর।

লিপি
৩ বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র সরণি,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

পাঠকের দরবারে

চিঠি পাঠান
লিপি
৩ বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র সরণি,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়